দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 02 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

দুই বছর আগের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা

■ কাশিয়ানী (গোপালগঞ্জ) সংবাদদাতা

পরীক্ষা হচ্ছে ২০১৬ সালে। আর পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিল দুই বছর আগের প্রশ্নপত্রে। বিষয়টি পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত কারো নজরেই পড়লো না। পুরনো প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়ে ৭৯ শিক্ষার্থী আছে ভয়াবহ দুশ্চিন্তায়। কারণ, প্রশ্ন কমন পড়েনি কিছুই। গতকাল সোমবার গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার রামদিয়া এসকে সরকারি কলেজ কেন্দ্রে ঘটে এই ঘটনা।

২০১৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী করা সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেয়ায় কেন্দ্র সচিব জয়নউদ্দিনসহ ৬ শিক্ষককে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। অব্যাহতি পাওয়া অন্য শিক্ষকরা হলেন— বিন খোরশেদ, পার্থ বিশ্বাস, সুজন মণ্ডল, ছবি রানী বিশ্বাস ও পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৭

দুই বছর আগের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গুরুপদ হীরা। উপজেলা মাধ্যমিক কর্মকর্তা রফিকুল ইসলামকে ওই কেন্দ্রের সচিবের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

সিতারামপুর এমএইচ উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী সুমী খানম জানান, ইচ্ছা ছিল ভাল ফলাফল করার। প্রশ্ন কমন না পড়ায় এখন পাস করা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছি। আমিসহ অন্য পরীক্ষার্থীরা কর্তব্যরত শিক্ষককে প্রশ্ন কমন না পড়ার বিষয়টি জানালেও তিনি বিষয়টি নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কোনো কথা বলেননি। এ ব্যাপারে কেন্দ্রের সচিব মো. জয়নউদ্দিন বলেন, কেন্দ্রের ২৪১ ও ২৪২ নম্বর কক্ষে এ সমস্যা হয়েছে। প্রশ্নপত্র আলাদা করার সময় ভুলটি হয়। উপজেলা মাধ্যমিক কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, এ ঘটনায় ৬ জনকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। আমাকে ওই কেন্দ্রের সচিব হিসাবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

এদিকে, গঙ্গাচড়া (রংপুর) সংবাদদাতা জানান, উপজেলার আদর্শ ফাজিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে দাখিল পরীক্ষার নিয়মিত পরীক্ষার্থীদেরও পুরনো প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কুরআন মাজীদ ও তাজবীদ বিষয়ের নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের দেয়া হয়েছে ২০১৪ সালের (অনিয়মিত) পরীক্ষার নৈর্বত্তিক প্রশ্নপত্র।

কিসামত হাবু দাখিল মাদ্রাসার সুপার রকিব মিয়া বলেন, কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ ভুল করে পুরনো প্রশ্ন পরীক্ষার্থীদেরকে সরবরাহ করেছে। তিনি আরও বলেন, বিষয়টি নিয়ে অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীরা বারবার ফোন করছে।

আদর্শ ফাজিল মাদ্রাসার কেন্দ্র সচিব ওয়ালি উল্লাহ বলেন, মাদ্রাসার প্রশ্নপত্র একটু ভিন্ন টাইপের। বিষয় কোড এক হলে কোন সমস্যা নেই। নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের পুরনো প্রশ্ন কেন দেয়া হলো এমন প্রশ্নের কোন সদুত্তর তিনি দিতে পারেননি।